রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

(গতকাল সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ)

হযরত শাহ জালাল (রঃ)-এর পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত জালালাবাদ অর্থাৎ সিলেটে প্রতিষ্ঠিত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিলেট জেলা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ প্রদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না; এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই এলাকায় ১৯২১ সালের ১৯ আগস্ট আসামের তৎকালীন গভর্নর সিলেটে মুরারীচাঁদ কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এ সময় তিনি সিলেটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। পাকিস্তান আমালে বা তার পূর্বেও এই এলাকার জনগণ সিলেটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময় দাবী জানিয়ে আসছিলো। জনগণের এই দাবী এবং বৃহত্তর সিলেট এলাকার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালের ২৫ আগস্ট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারী করা হয়, যা ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চ জাতীয় সংসদে অনুমোদন করা হয়। এর আগে ১৯৮৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং এই উদ্দেশ্যে সর্বমোট ৩২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনটি বিভাগের মাত্র ২১০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি বিভাগে মোট ২০২৫ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এছাড়া সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ, রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও সিলেট সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার জন্য ১৫০০ শিক্ষক-কর্মকর্তার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ১৯৮৫ থেকে ২০১৫ অর্থাৎ ৩০ বছর মেয়াদী এক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩০টি ডিসিপ্লিন খোলা হবে বলে আমাকে জানানো হয়েছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা সভ্যতার মাপকাঠি– এ সব কথা আমরা সব সময় বলে আসছি। আমরা আরো মনে করি যে, এই যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ এবং দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমি আনন্দিত। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্ব আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করছে। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানুষ চাঁদে অবতরণ করেছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। মঙ্গল গ্রহেও বিজ্ঞানীরা অভিযান চালিয়েছে এবং সেখানে তারা পানির সন্ধান পেয়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসবাসের সম্ভাবনা নিয়েও তারা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছে। বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের এই অবিরাম প্রয়াস বিজ্ঞানের অগ্রগতির চিত্রকেই তুলে ধরে।

'জেনেটিক' সাইন্স-এ বিজ্ঞানীদের সাফল্য সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ আজ জীবজন্তু সৃষ্টি করার কাজে হাত দিয়েছে। দুই বৎসর আগে তারা একটি ভেড়া সৃষ্টি করেছে, নাম দিয়েছে ডলি। কয়েকদিন আগে সেই ডলি একটি বাচ্চাও প্রসব করেছে। হয়তো তারা মানুষও সৃষ্টি করে ফেলবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান আজ সর্বজনবিদিত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমন কোন শাখা নেই যেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তথ্য আদান প্রদান করছে। অথচ বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বিজ্ঞানের এই উন্নতিতে মুসলমানদের অবদান প্রায় নেই বললেই চলে। পবিত্র কোরানে বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানুষকে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। মহানবী জ্ঞান অর্জনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে তিনি সুদূর চীন গমনের কথাও বলেছেন। চীনে সে সময় মুসলমান ছিল না; কিন্তু ছিল এক উন্নত সভ্যতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ ছিল এবং এ কারণে সে সময় ইবনে সিনা, আল ফারাবি, আল খোয়ারিজমী, আল হায়সাম, আল জাবের প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের চরম অবহেলা ও উপেক্ষার কারণে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে তাঁরা কোন অবদান রাখতে পারে নাই। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চায় আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করে নব নব আবিষ্কারে অবদান রাখবে বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

> **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশান্ত পরিবেশ বিদ্যমান। ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে– যার ফলে বইয়ের পরিবর্তে আজ দেখছি তাদের হাতে হাতিয়ার। ছাত্রদের সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে কাজ করছে বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারছে না।**

আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বাড়ছে শিক্ষার মান ততই কমছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ভাল হয় না বলে ছাত্ররা নকল করে ও অসৎ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তারা পরীক্ষা পাশ করছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং তা পরীক্ষার আগেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এসব কারণে আমাদের পরীক্ষা পাশের সনদ অন্য দেশে গৃহীত হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশান্ত পরিবেশ বিদ্যমান। ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে– যার ফলে বইয়ের পরিবর্তে আজ দেখছি তাদের হাতে হাতিয়ার। ছাত্রদের সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে কাজ করছে বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারছে না। ছাত্ররা আজ পিতৃসম শিক্ষকদের কথা শোনে না ও উপদেশ গ্রহণ করে না, তার কারণ শিক্ষকগণ নিজেরাই এখন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। লাল, সাদা, সবুজ, নীল, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের পরিচিত নিশান নিয়ে তাঁরা পরোক্ষভাবে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করছেন। সব রাজনৈতিক দলগুলো যদি একত্র হয়ে ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তাদের দলের সম্পর্ক ছেদ করেন এবং শিক্ষকদেরকে দলাদলি করতে নিষেধ করেন, তবেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে। দেশকে যদি তাঁরা সত্যি ভালবাসেন তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত করার এই সহজ পথটি তাঁরা অবলম্বন করবেন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী এবং এ কারণে দেশবাসী এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ফলাফল প্রত্যাশা করে। এ বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই অবহিত আছেন বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি হজরত শাহ জালাল-এর নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সন্ত্রাসমুক্ত থেকে তার মহান দায়িত্ব পালন করবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের এই গরীব দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলেই এই প্রতিযোগিতার বিশ্বে আমরা সসম্মানে টিকে থাকতে পারবো।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি।